বাংলা ব্যাকরণ বই

ভাষা কমল

(চতুর্থ ভাগ)

BHASHA KAMAL

PART-4

জেমিনি পাবলিকেশন হাউস

Scanned with CamScanner

২ অধ্যায়

ধ্বনি ও বর্ণ

মামা = ম্ + আ + ম্ + আ। মামা শব্দটিকে ভেঙে চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া গেল। এই ক্ষুদ্র অংশগুলিকে **ধ্বনি** বলে। ধ্বনিকে আর ভাঙা যায় না। এই কারণে ধ্বনি হল **অবিভাজ্য**।

সুতরাং ধ্বনি হল—**শব্দের ক্ষুদ্রতম শ্রুতিগ্রাহ্য অংশ**। ধ্বনিকে শ্রুতিগ্রাহ্য বলা হয়েছে ; কারণ, ধ্বনি শুধু কানে শোনার জিনিস।

ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে মুখের নানা অংশের সাহায্য নিতে হয়। যেমন—জিভ, গলা, তালু, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। মুখের এই অংশগুলিকে একত্রে **বাগ্‌যন্ত্র** বলে।

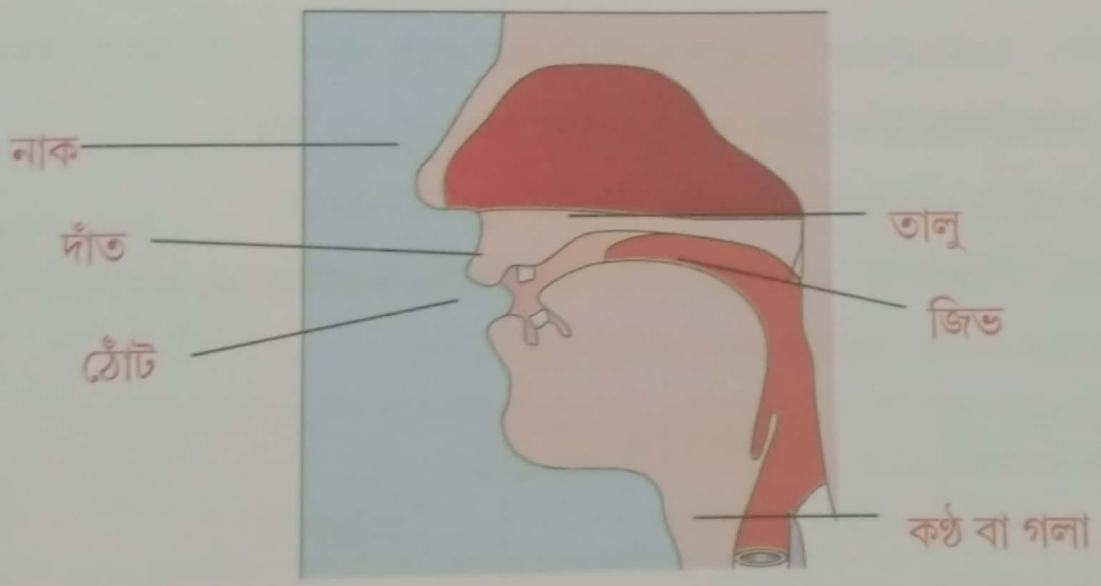

বাগ্‌যন্ত্র

বাংলা ভাষায় ধ্বনি দু-প্রকার। **স্বরধ্বনি** ও **ব্যঞ্জনধ্বনি**।

• **স্বরধ্বনি** : অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে **স্বরধ্বনি** বলে। বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি— অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।

'ঐ' এবং 'ঔ' স্বরধ্বনি হলেও এই দুটি ধ্বনি গঠিত হয়েছে অন্য দুটি স্বরধ্বনির সন্ধির ফলে। ঐ = ও + ই ; ঔ = ও + উ। এই দুটি স্বরসন্ধিকে **যৌগিক স্বর** বা **সন্ধ্যক্ষর** বলে। বাংলায় 'ঌ' ধ্বনির ব্যবহার নেই। অন্যদিকে 'ঋ' ধ্বনির উচ্চারণ 'রি'-এর মতো।

উচ্চারণের সময়-কাল অনুসারে স্বরধ্বনিকে আবার দুটিভাগে ভাগ করা হয়—(ক) **হ্রস্বস্বর** ও (খ) **দীর্ঘস্বর**।

Scanned with CamScanner

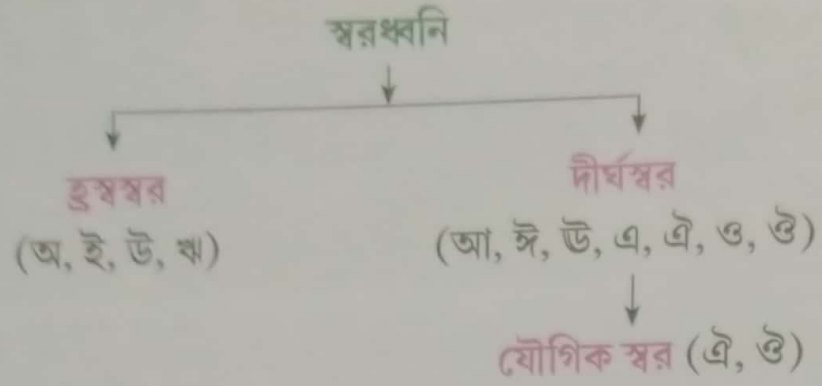

(ক) **হ্রস্বস্বর** : যেসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে কম সময় লাগে তাদের **হ্রস্বস্বর** বলে। যেমন— অ, ই, উ, ঋ।

(খ) **দীর্ঘস্বর** : যেসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে তাদের **দীর্ঘস্বর** বলে। যেমন— আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

• **প্লুতস্বর** : দূরের কোনো ব্যক্তিকে ডাকার সময় অথবা গান গাওয়ার সময় শব্দের শেষে অবস্থিত স্বরধ্বনিকে টেনে উচ্চারণ করার প্রবণতাকে **প্লুতস্বর** বলে।

যেমন— ওগো—ও-ও-ও। মা—আ-আ-আ। যদু—উ-উ-উ।

বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্নস্থান থেকে ৭টি মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় বলে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এদের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন—

ধ্বনি	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
অ, আ	কণ্ঠ + জিহ্বামূল	কণ্ঠ্যধ্বনি
ই	তালু + জিহ্বার মধ্যভাগ	তালব্য ধ্বনি
উ	ওষ্ঠ + অধর	ওষ্ঠ্যধ্বনি
এ, অ্যা	কণ্ঠ + তালু	কণ্ঠ-তালব্য ধ্বনি
ও	কণ্ঠ + ওষ্ঠ	কণ্ঠ্যৌষ্ঠ ধ্বনি

• **ব্যঞ্জনধ্বনি** : অন্য একটি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া যে ধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে **ব্যঞ্জনধ্বনি** বলে। যেমন— ক, চ, ত, ম, ফ, প ইত্যাদি।

[ক্ + অ = ক ; ম্ + অ = ম]

Scanned with CamScanner

• বাংলায় মোট ৩০টি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। যেমন—

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	×
ট	ঠ	ড	ঢ	×
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
×	র	ল	×	শ
×	স	হ	ড়	ঢ়
×	×	×	×	×

বর্ণ

ধ্বনির লিখিত রূপ বা চিহ্নকে **বর্ণ** বলে।

মনে রাখবে

বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মোট সংখ্যাকে ধনিমালা বলে। বাংলায় মোট ৩৭টি ধ্বনি আছে।

ধ্বনির মতো বর্ণও দু-প্রকার— **স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ**।

• **স্বরবর্ণ** : স্বরধ্বনির লিখিত রূপ বা চিহ্নকে **স্বরবর্ণ** বলে। যেমন— অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

বাংলায় মোট ১১টি স্বরবর্ণ আছে।

• **ব্যঞ্জনবর্ণ** : ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপ বা চিহ্নকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলে। 'ক' থেকে '◌ং' পর্যন্ত মোট ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে।

মনে রাখবে

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মোট সংখ্যাকে বর্ণমালা বলে। বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫১টি বর্ণ আছে।

Scanned with CamScanner

মনে রাখবে

যেখানে অ-ধ্বনির উচ্চারণ নেই সেখানে অ-কে বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে এগুলিকে লুপ্ত অ-কার বলে। মূলত যুক্তধ্বনির ক্ষেত্রে অ-ধ্বনির উচ্চারণ হয় না।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ শব্দের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ হল—
(ক) বর্ণ (খ) ধ্বনি (গ) শব্দাংশ (ঘ) কোনোটিই নয়

১.২ ধ্বনি কেবল—
(ক) দেখা যায় (খ) শোনা যায় (গ) দেখা ও শোনা যায় (ঘ) কোনোটিই নয়

১.৩ যৌগিক স্বরধ্বনির অপর নাম—
(ক) সন্ধ্যক্ষর (খ) প্লুতস্বর (গ) মুক্তদল (ঘ) হ্রস্বস্বর

১.৪ বাংলা ধ্বনিমালায় মোট ধ্বনির সংখ্যা
(ক) ৩০টি (খ) ৩২টি (গ) ৪০টি (ঘ) ৩৭টি।

১.৫ উষ্মধ্বনি হল—
(ক) ঙ (খ) ণ (গ) ঝ (ঘ) শ

১.৬ স্পর্শধ্বনির সংখ্যা—
(ক) ২৫টি (খ) ৩০টি (গ) ২০টি (ঘ) ১৮টি

১.৭ 'কলকাতা' শব্দে দল আছে—
(ক) ৪টি (খ) ৬টি (গ) ৩টি (ঘ) ৮টি

২। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ধ্বনির লিখিত রূপকে _____ বলে।
(খ) 'ঐ' এবং 'ঔ' কে বলা হয়_____।
(গ) 'ক' ধ্বনির উচ্চারণ স্থান _____।
(ঘ) স্পর্শধ্বনিগুলিকে _____ ভাগে ভাগ করা হয়।
(ঙ) বিসর্গ(ঃ) কে বলা হয় _____ ধ্বনি।
(চ) বাংলায় মোট ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা _____ টি।
(ছ) বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণের সংখ্যা _____ টি।

Scanned with CamScanner

৩। নীচের ধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থান এবং উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম লেখো :

ই, উ, এ, খ, ত, প, জ, ম।

৪। নীচের শব্দগুলিতে কটি করে দল আছে লেখো :

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কটক, গগন, বঙ্কিমচন্দ্র, জীবনানন্দ, নজরুল, আকাশ, বিহার, উজ্জ্বল।

৫। বর্ণবিশ্লেষণ করো :

ত্রিপুরা, বনলতা, বুদ্ধদেব, উচ্ছ্বাস, বর্ণমালা, চন্দ্রালয়, মন্ত্রী, বাক্স, দীপান্বিতা, জলধর।

৬। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) ধ্বনি কাকে বলে?

(খ) ধ্বনি কয় প্রকার ও কী কী?

(গ) হ্রস্বস্বর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ঘ) দীর্ঘস্বর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ঙ) যৌগিকস্বর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(চ) প্লুতস্বর কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(ছ) বর্ণ কাকে বলে?

(জ) বর্ণ কয় প্রকার ও কী কী?

(ঝ) নাসিক্যধ্বনি কাকে বলে?

(ঞ) অযোগবাহ ধ্বনি কাকে বলে?

(ট) উষ্মধ্বনি কাকে বলে?

(ঠ) অন্তঃস্থধ্বনি কাকে বলে?

(ড) দল কাকে বলে?

(ঢ) দল কত প্রকার ও কী কী?

(ণ) মুক্তদল ও রুদ্ধদল কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

Scanned with CamScanner